দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 DEC 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

32

পদ বিলোপ করিয়া নয়া বিভাগ সৃষ্টিতে ক্ষোভ

মেডিক্যাল রিপোর্টার ।। ৮টি মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজী ও ফিজিওলজী বিভাগের শিক্ষকদের ৫০ ভাগ পদ বিলুপ্ত দেখাইয়া নবগঠিত মাইক্রোবায়োলজী এবং বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে বিন্যাস্ত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল শিক্ষকদের মতে উক্ত দুইটি বিভাগের শিক্ষকদের পদ বিলুপ্তির ফলে মেডিক্যাল শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে ৮টি মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজী বিভাগ হইতে মাইক্রোবায়োলজী ও ফিজিওলজী বিভাগ হইতে বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু আদেশটিতে নূতন দুইটি বিভাগের জন্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, সরঞ্জাম ও স্থানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আদেশটি মেডিক্যাল কলেজসমূহে পৌছানোর পর শিক্ষক ও সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ৮টি মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল, মেডিক্যাল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জন্স, অধ্যক্ষবৃন্দ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ফ্যাকালটি ডীন, মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, প্যাথলজী শিক্ষক পরিষদ ও সোসাইটি অব প্যাথলজীষ্টের পক্ষ হইতে দুইটি নয়া বিভাগ সৃষ্টির উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। পক্ষান্তরে উক্ত সংগঠনসমূহ ও কর্মকর্তাবৃন্দ দাবী করেন যে, নূতন দুইটি বিভাগ খোলার ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই এবং ইহা দীর্ঘদিনের দাবী। কিন্তু নূতন পদ সৃষ্টি না করিয়া প্যাথলজী ও ফিজিওলজী বিভাগের অর্ধেক পদ বিলুপ্ত দেখাইয়া মাইক্রোবায়োলজী ও বায়োকেমিষ্ট্রির নূতন বিভাগে সৃষ্টি করা হইলে ইহা কিছুতে মানিয়া নেওয়া হইবে না বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। ইহার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

(২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পদ বিলোপ করিয়া

(শেষ পৃঃ পর)

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ গত ২৭শে জুলাই বিষয়টিকে একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সমাধানের বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষবৃন্দ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ফ্যাকালটির ডীনবৃন্দ, মেডিক্যাল কলেজের সংশ্লিষ্ট প্রধানগণ ও বি-এমডিসি'র সভাপতিকে নিয়া একটি সভা অনুষ্ঠানের আদেশ দিয়াছিলেন। সেই সভা আজও অনুষ্ঠিত হয় নাই। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়া আলোচনা করেন। সচিবও প্রতিশ্রুতি দেন যে, পদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নূতন ২টি বিভাগ খোলার আদেশ কার্যকরী করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হইবে না এবং বিশেষ করিয়া চাকুরী জীবনে কেহ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে এমন একটি আদেশ জারি করা হইয়াছে যাহার ফলে প্যাথলজীর কিছুসংখ্যক শিক্ষক চাকুরী জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়া পদোন্নতির সুপারিশ পাইতে ব্যর্থ হন এবং ৮টি মেডিক্যাল কলেজ প্যাথলজী বিভাগের শিক্ষকদের ৩৭টি পদের মধ্যে ১৯টি পদ বিলুপ্ত দেখাইয়া নূতন মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে ও ফিজিওলজী বিভাগের ২৮টি শিক্ষকের পদের মধ্যে ১৪টি পদ বিলুপ্ত দেখাইয়া বায়ো কেমিষ্ট্রি বিভাগের জন্য সমানহারে সৃষ্টি করা হয়।

প্যাথলজী ও ফিজিওলজী বিভাগের প্রবীণ শিক্ষকগণ বলেন, প্রতিষ্ঠিত ২টি বিভাগকে পঙ্গু করিয়া শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করিয়া নূতন বিভাগ সৃষ্টি করা হইলে মেডিক্যাল শিক্ষার মঙ্গল বহিয়া আনিবে না, মারাত্মক সংকটের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। অবিলম্বে উক্ত আদেশটির কার্যকারিতা বন্ধ রাখিয়া সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। শিক্ষকগণ বলেন, প্যাথলজী ও মাইক্রোবায়োলজীতে এমফিল পাস করিয়া বহু চিকিৎসক দীর্ঘদিন চাকুরীর অপেক্ষায় রহিয়াছেন। নূতন ২টি বিভাগের জন্য পদ সৃষ্টি করা হইলে শিক্ষকদের অভাব হইবে না বলিয়া উক্ত শিক্ষকগণ অভিমত পোষণ করেন। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, উক্ত বিষয়টির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।